22

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 2-0-MAR 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

শিক্ষার নতুন দিগন্ত উন্মোচন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আচরণবিধি

অধ্যাপক আবুল কাশেম চৌধুরী

পূর্ব প্রকাশিতের পর

২.৬ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্র সংগঠনকে প্রক্টরের দফতরে নিবন্ধিত হইতে হইবে। ছাত্র সংগঠনসমূহের আহবায়ক/এডহক/সাংগঠনিক/পৃষ্ঠাঙ্গ কমিটির সকল কর্মকর্তা ও সদস্যদের আলোকচিত্র, নাম, স্থানীয় ও স্থায়ী ঠিকানাসহ পূর্ণ লিষ্ট প্রক্টরের দফতরে এবং সংশ্লিষ্ট হলসমূহের দফতরে জমা দিতে হইবে। সম্মেলনের মাধ্যমে কমিটিসমূহের পরিবর্তন হইবে। সম্মেলন সমাপ্তির এক সপ্তাহের মধ্যে পূর্বের ন্যায় নূতন দায়িত্বপ্রাপ্তদের আলোকচিত্রসহ নাম, ঠিকানা ইত্যাদি পুনরায় প্রক্টরের দফতরে এবং সংশ্লিষ্ট হলসমূহের দফতরে জমা দিতে হইবে। হল কমিটির বেলায় একই ধারা প্রযোজ্য হইবে।

২.৭ হলসমূহে ছাত্র-ছাত্রীদের হাজিরা ডাকার নিয়ম যথাসম্ভব কঠোরভাবে কার্যকর করা হইবে। একজন বৈধ বরাদ্দপ্রাপ্ত ছাত্র তাহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলের অন্য একজন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র বন্ধুকে তাহার সীটে রাখিতে পারিবে। তবে তাহা লিখিতভাবে প্রভোষ্ট সাহেবকে জানাইতে হইবে। ইহার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কোন অতিরিক্ত আসবাবপত্র সরবরাহ করিবে না। কোন ছাত্র নিজে অনুপস্থিত থাকিয়া অন্য কোন ছাত্র বন্ধুকে তাহার সীটে থাকিতে দিতে পারিবে না। সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন রাত আনুমানিক নয়টায় হল কর্তৃপক্ষ আকস্মিকভাবে হল পরিদর্শন করিবেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের নিজ কক্ষে উপস্থিতি তদারক করিবেন। সাপ্তাহিক হল পরিদর্শনকালে চার সপ্তাহের মধ্যে অন্ততঃ এক দিনও কোন ছাত্র-ছাত্রীকে নিজ কক্ষে পাওয়া না গেলে তাহার সীট বাতিল হইয়া যাইবে। এই ব্যাপারে কোন ছাত্র-ছাত্রী বা সংগঠন কোন প্রকার ওজর-আপত্তি করিতে পারিবে না।

২.৮ হলের নির্ধারিত স্থানে প্রভোষ্ট-এর অনুমতি সাপেক্ষে ছাত্র সংগঠনসমূহ সভা করিতে পারিবে। নির্ধারিত স্থান ব্যতিরেকে এবং অনুমতি ছাড়া সভা করিলে তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত আইন অনুযায়ী অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

২.৯ বর্তমানে প্রচলিত কেন্দ্রীয়ভাবে মেধার ভিত্তিতে হলের সীট বরাদ্দের নিয়ম চালু থাকিবে।

২.১০ কোন ছাত্র-ছাত্রী অথবা ছাত্র সংগঠনের পক্ষ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষকের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হইতে পারে এই ধরনের কোন মন্তব্য, বক্তব্য, বিবৃতি, অশোভন উক্তি, স্লোগান এবং ইস্তেহার বিতরণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু কোন শিক্ষক/শিক্ষিকা সম্পর্কে কোন অভিযোগ থাকিলে তাহা অবসানের উদ্দেশ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ করিতে পারিবে।

২.১১ ছাত্র-ছাত্রীদের ন্যায়সংগত দাবি-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে তাহাদের স্ট্রাইকের অধিকারকে বিশ্ববিদ্যালয় অস্বীকার করে না। তবে কোন ছাত্র-ছাত্রীকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হুমকি, চাপ, বল প্রয়োগ ও ব্ল্যাকমেইলিং-এর মাধ্যমে স্ট্রাইকে যোগদানে বাধ্য করার যে কোন উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

স্ট্রাইক চলাকালীন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেন, বাস চলাচলে বাধাদান, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিজ নিজ কর্মস্থলে যোগদানে বাধাদান বা কোন প্রকার অবরোধ সৃষ্টি কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল প্রবেশ পথে যথা- ১ নম্বর ও ২ নম্বর গেইটে, প্রশাসনিক ভবনের বিভিন্ন দফতরে, পরিবহন দফতরে, গ্যারেজে, ফ্যাকাল্টি ভবনসমূহে বা অন্য কোন দফতরে তালা লাগানো শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

২.১২ বিশ্ববিদ্যালয়, ফ্যাকাল্টি ভবন, প্রশাসনিক ভবন, লাইব্রেরী ভবন ও হলসমূহের দেওয়ালে কোন লিখা ও পোষ্টার দেওয়া চলিবে না।

২.১৩ উপাচার্য মহোদয় ও অন্যান্য শিক্ষকদের বাসভবন এলাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের অবাধ যাতায়াত শোভনীয় নয়। এ এলাকাগুলোতে "সংরক্ষিত এলাকা" সাইন বোর্ড লাগানো থাকিবে। এই সব এলাকায় কোন ছাত্র-ছাত্রীকে অনভিপ্রেতভাবে আড্ডা দেওয়া বা বসিয়া থাকিতে দেখিলে তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

২.১৪ মাগরিবের আজানের পরপরই ছাত্রীদেরকে হলে প্রবেশ করিতে হইবে। এই নিয়ম যথাসম্ভব কঠোরভাবে পালন করা হইবে। এই নিয়ম ভঙ্গকারী ছাত্রীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

২.১৫ শিক্ষকদের বাসে কোন ছাত্র-ছাত্রী উঠিতে পারিবে না।

২.১৬ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াতের পথে, ট্রেনে, বাসে কিংবা অন্যান্য যানবাহনে ছাত্র-ছাত্রীগণ পরস্পর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিসহ যাতায়াত করিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের যাতায়াত পথে বাস ও শাটাল ট্রেনে কোন ছাত্র-ছাত্রী বা ছাত্র সংগঠন একক বা সমষ্টিগতভাবে কোন ছাত্র-ছাত্রীদের বা ছাত্র সংগঠনের কর্মীদেরকে মারধর বা কোন প্রকার খারাপ উক্তি করিবে না। এই ধরনের কোন আচরণ প্রমাণিত হইলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। ট্রেনে ভ্রমণকালে ছাত্র-ছাত্রীগণ ট্রেনের আইন মানিয়া চলিবে এবং ট্রেনের কর্মচারীদের সঙ্গে ভাল আচরণ করিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের যাতায়াত পথে ছাত্র-ছাত্রীদের 'অসৌজন্যমূলক' আচরণ কাম্য নয়।

২.১৭ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নয় এমন কোন ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংগঠনসমূহের নেতৃত্বে থাকা বিধেয় নয়।

২.১৮ কোন অবস্থাতেই হলসমূহে অবস্থানরত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাত্র-ছাত্রীকে অন্য কোন ছাত্র-ছাত্রী একক বা সমষ্টিগতভাবে কিংবা বহিরাগতদের সহায়তায় হল ত্যাগের জন্য বলিতে বা বাধ্য করিতে পারিবে না। এই ধরণের কাজ কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হইবে।

তবে হলে অবস্থানকারী কোন ছাত্র-ছাত্রীর বিরুদ্ধে হল সংক্রান্ত কাহারও কোন অভিযোগ থাকিলে হল কর্তৃপক্ষের নিকট তাহা পেশ করিতে পারিবে।

২.১৯ বাহিরের কোন ইস্যুকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও হলগুলোতে কোন সংগঠন উত্তেজনা সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

কোন সংগঠন কিংবা কোন ছাত্র-ছাত্রী এই ব্যাপারে জড়িত থাকিলে তাহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

অবশেষে প্রক্টর আবুল কাশেম চৌধুরী অত্র প্রতিবেদকে বলেন যে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আচরণ বিধি-শিক্ষার এক নূতন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

leaders showed due respect to the code of conduct. The campus is also free form posters, slogans, meeting and violence, he added.

The Vice- Chancellor said that the university was able to hold different examinations but the session jams could not be totally removed where stu-